প্রথম অধ্যায়

পাঠক্রমের ধারণা
(Concept of Curriculum)

■ সূচনা : ■ পাঠক্রমের অর্থ ● পাঠক্রমের সংকীর্ণ অর্থ ● পাঠক্রমের বৃহত্তর অর্থ ■ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি ● পাঠক্রম ● পাঠ্যসূচি ● পাঠক্রমের সামান্য ধারণা বা প্রত্যয় ● পাঠক্রম সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা ● পাঠক্রম সম্পর্কিত সমন্বয়ী ধারণা ● অভিজ্ঞতার সংগঠনরূপে পাঠক্রমের ধারণা ● অব্যক্ত বা লুক্কায়িত পাঠক্রম সম্পর্কিত ধারণা ● পাঠক্রমের সংজ্ঞা ● পাঠক্রমের ধ্রুপদি ধারণা—প্রাচ্যের পাঠক্রম সংক্রান্ত ধারণা ● পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা ● বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম ● পাশ্চাত্য পাঠক্রম সংক্রান্ত ধারণা ● মধ্যযুগের পাঠক্রমের ধারণা ● পাঠক্রমের আধুনিক ধারণা ● মুদালিয়র কমিশনের প্রতিবেদনে পাঠক্রমের ধারণা।

শিক্ষার ব্যাপক পরিসরে কতকগুলি মূল উপাদানকে নির্দিষ্ট করা যায়, যথা—শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিখন পদ্ধতি ও শিক্ষার মূল্যায়ন। এই উপাদানসমূহ কখনোই পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি অপরটির পরিপূরক। স্বভাবতই পাঠক্রম আলোচনার পরিধিতে বৃহত্তর অর্থে শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত বিষয়কে উপযুক্ত গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

শিক্ষাকে সচল রাখার প্রক্রিয়ায় পাঠক্রম এক অপরিহার্য উপাদান। শিক্ষার গতিপ্রবাহে ও শিক্ষাপ্রক্রিয়াকে সার্থক রূপ দিতে পাঠক্রম মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় সময়োপযোগী পাঠক্রম নির্মাণ ও তার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। শুধুমাত্র কোন্ কোন্ বিষয়বস্তু পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে—এই আলোচনাতেই পাঠক্রম সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি বিশেষ পাঠ্যসূচি কীভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে পরিবেশিত হওয়া দরকার, এই ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকাই বা কী? এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন—এই সবই শিক্ষাক্রমের ধারণাকে সম্পূর্ণ রূপ দেয়। প্রাসঙ্গিকভাবেই, পাঠক্রম সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার সময় পাঠক্রম রচনার উদ্দেশ্য, ভিত্তি, পাঠক্রমের শ্রেণিকরণ, পাঠক্রম প্রণয়নের নীতি ও তার মূল্যায়ন—সকল বিষয়কেই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়।

পাঠক্রমের অর্থ (Meaning of Curriculum) :

পাঠক্রমের সংকীর্ণ অর্থ :

ল্যাটিন শব্দ 'currere' থেকে 'কারিকুলাম' শব্দটি উদ্ভূত যার আক্ষরিক অর্থ হল—নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করা। এই অর্থে বিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমিক পঠনপাঠনের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট পাঠ্যসূচিকেই পাঠক্রম বলা হয়। এটি পাঠক্রমের সংকীর্ণ অর্থ। এই সংকীর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন কৃত্রিম জিনিসে পরিণত হয়। সংকীর্ণ অর্থে পাঠক্রমের ধারণা গতানুগতিক। এক্ষেত্রে পাঠক্রম রচনায় পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিস্থিতির প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি গুরুত্ব হারায়।

পাঠক্রমের বৃহত্তর অর্থ :

বৃহত্তর অর্থে পাঠক্রম হল শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা-সমষ্টি। আধুনিককালে পাঠক্রমের ধারণাকে ব্যাপক ও বিস্তৃতরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধরনের পাঠক্রম কখনোই কেবল বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ কেন্দ্রিক নয়, শ্রেণিকক্ষের বাইরেও তা বিস্তৃত থাকে। বিদ্যার্থীর দল শ্রেণিকক্ষে, গ্রন্থাগারে, পরীক্ষাগারে, খেলার মাঠে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে সাধারণ মেলামেশার মধ্য দিয়ে যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তারই সমন্বয় হল পাঠক্রম। এটি পাঠক্রমের ব্যাপক অর্থ। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে (১৯৫২) পাঠক্রম সম্পর্কে এরকম ধারণাই দেওয়া হয়েছে। বৃহত্তর অর্থে পাঠক্রম শিক্ষার লক্ষ্য ও লক্ষ্য সাধনের উপায়—উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। সহজ কথায়, যথার্থ পাঠক্রম হল অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্রমিক ধারা, যার মধ্য দিয়ে বিদ্যার্থী বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে অবগত হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজনে সমর্থ হয়। এটি শিক্ষা পরিকল্পনা এবং গবেষণার 'finished product'।

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি (Curriculum & Syllabus) :

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সমার্থক নয়। শিক্ষার ব্যাপক কর্মকাণ্ডকে বাস্তবায়িত ও সাফল্যমণ্ডিত করে যথার্থ পাঠক্রম। পাঠ্যসূচি হল নির্বাচিত পাঠ্যবিষয় যা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত একটি উপাদান মাত্র। তাই পাঠক্রমের আলোচনার পরিসর পাঠ্যসূচি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক।

পাঠক্রম :

শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশসাধনের প্রতি লক্ষ রেখে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা সমূহের সমন্বয় হল পাঠক্রম। পাঠক্রম এক সতত পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও বৃত্তিমূলক কার্যাবলি প্রকাশিত হয়। স্বভাবতই পাঠক্রমে তত্ত্বগত আদর্শ ও তার বাস্তব রূপায়ণ উভয়ই সমানভাবে গুরুত্ব পায়। তত্ত্ব ও প্রয়োগের পারস্পরিক বন্ধনে শিক্ষার্থীকে সত্যানুসন্ধানী করে তুলতে সাহায্য করে পাঠক্রম। **কিলপ্যাট্রিক** বলেন, 'Curriculum manifests life into reality.' ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে বিস্তৃত পাঠক্রম বহুমুখী জ্ঞানসমষ্টিকে একটি সামগ্রিক রূপ দেয়। **ফ্রয়েবেলের** মতে, পাঠক্রম হল মানবজাতির সামগ্রিক জ্ঞানের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। **হর্নি** বলেন, শিক্ষার্থী যা কিছু শেখে তাই পাঠক্রম। **ডেনিস লটন** পাঠক্রমকে সমাজের কৃষ্টি থেকে প্রয়োজনীয় নির্বাচন বলে অভিহিত করেন। পাঠক্রমের সর্বাধুনিক ধারণায় দেহ-মন, জ্ঞান, দক্ষতা, উৎপাদনমূলক কর্ম, শ্রম, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা—এই সবই অন্তর্ভুক্ত।

পাঠ্যসূচি :

পাঠ্যসূচি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ক্ষেত্র বা content area। বিদ্যার্থীর উপযুক্ত কোনো শাস্ত্রের, যেমন—ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদির নির্বাচিত বিষয়বস্তুকে পাঠ্যসূচি বলা হয়। পাঠ্যসূচির পরিসর শুধু শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর একটি বিশেষ দিকের বিকাশসাধন করে। তাছাড়া, পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির অনুশীলন শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ থাকে। এই শ্রেণিকক্ষের নিয়ন্ত্রক হলেন শিক্ষক।

পাঠক্রমের সামান্য ধারণা বা প্রত্যয় (Concept of Curriculum) :

গতানুগতিকতার সীমাকে অতিক্রম করে আধুনিক চিন্তাধারায় পাঠক্রম হল শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। শিক্ষার সুবিস্তৃত চিন্তাধারায় ও গতিশীল প্রক্রিয়ায় পাঠক্রমের ধারণাকে যথাসম্ভব সুস্পষ্ট রূপ দেওয়া দরকার। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নানা দেশের শিক্ষাবিদগণ শিক্ষার্থী ও তার সার্বিক পরিমণ্ডলের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে শিক্ষাক্রম বা পাঠক্রম সম্বন্ধে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের অভিমতগুলিকে

গুরুত্ব সহকারে ব্যাখ্যা করলে পাঠক্রম সম্বন্ধে সামান্য বা সাধারণ ধারণা (concep of curriculum) গঠন করা যায়।

পাঠক্রম সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা (Common concept of Curriculum) :

সাধারণ ধারণা অনুযায়ী প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্য বিষয়বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট আকার দেওয়া হয়। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুরা বিদ্যালয়ে একটি পূর্বনির্ধারিত বিশেষ পাঠক্রমের সঙ্গে পরিচিত হয় ও সেই অনুযায়ী পাঠ গ্রহণ করে। এই পাঠক্রমের নির্দেশিকা পাঠক্রম প্রয়োগের পূর্বেই তৈরি হয়। অন্যথায় শিক্ষাদানের সময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং বলা যায়, সাধারণভাবে পাঠক্রম বলতে একটি সুনির্দিষ্ট পূর্বপরিকল্পিত পাঠ্যসূচিকে বোঝায়—যেখানে পাঠ্য বিষয় ও বিষয়ের অন্তর্গত উপাদানগুলিকে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

পাঠক্রম সম্পর্কিত সমন্বয়ী ধারণা (Holistic concept of Curriculum):

বৃহত্তর অর্থে শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে যে বিষয়টি সর্বাগ্রে স্থান পায়, সেটি হল ব্যক্তির পূর্ণ প্রকাশ। এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষার্থীর জীবনের সমস্ত দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহকে সমন্বিত আকারে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। এক সময়ে শিক্ষা বলতে 'মাতৃক্রোড়ে শিক্ষা' বা পারিবারিক বৃত্তি অবলম্বন করে বংশানুক্রমিক শিক্ষানবিশ বোঝাত। কিন্তু, বিগত দুই শতাব্দী ধরে **প্রথাগত শিক্ষা** একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। শিক্ষাকে ব্যক্তিজীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত করার জন্য প্রথাগত শিক্ষা (formalized education) অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

বর্তমানকালে পাঠক্রম এমনভাবে রচনা করা হয়, যার মাধ্যমে প্রত্যেক শিশু সময় উপযোগী ও চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়। তাই আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে সকল শিশুকে নানা প্রকার আধুনিক দক্ষতায় শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। এখন বিদ্যালয়ের কাজ শুধু সংকীর্ণ দক্ষতার অনুশীলনে সীমাবদ্ধ নয়, বিদ্যার্থীর দৈহিক-বৌদ্ধিক-সামাজিক-আধ্যাত্মিক বিকাশের পূর্ণ

দায়িত্ব সর্বাধুনিক শিক্ষালয়ের উপর অর্পিত হয়েছে। বিদ্যালয়গুলি যেন এই গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে সেই উদ্দেশে জ্ঞান, কর্ম, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, মনোভাব, মূল্যবোধ অর্থাৎ ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদানগুলি সমন্বিত আকারে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। **Taylor** এবং **Richards**-এর মতে পাঠক্রম হল শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষাক্রম, শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাসমূহ, শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির সমন্বয়। এর সঙ্গে ফিডব্যাক (Feed-back) সিস্টেমকে যুক্ত করা দরকার যার মাধ্যমে পাঠক্রমের নির্ণায়ক ও পরিমাপক দিকটি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হবে।

অভিজ্ঞতার সংগঠনরূপে পাঠক্রমের ধারণা (Curriculum as organisation of experiences) :

পাঠক্রম এখন আর পুথিসর্বস্ব বিদ্যাসংগ্রহ অথবা তথ্য আহরণ ও তথ্য বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার বিবর্তন না ঘটলে পাঠক্রম গতিশীল ও বাস্তবসম্মত হয় না। তাই শিক্ষার্থীর জীবনের বিদ্যালয়-অভিজ্ঞতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অভিজ্ঞতার ক্রমবিন্যাস আধুনিক শিক্ষাক্রমের পর্যাপ্ত শর্ত। অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তার পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে শিক্ষাক্রম নতুনভাবে সংগঠিত হয়। পাঠক্রম ব্যক্তিমানুষ ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতারাশির এক ব্যাপক সংগঠিত রূপ। অন্য কথায়, Curriculum is an integrated pattern of knowledge, experience and activities necessary for the development of child's life.

অব্যক্ত বা লুক্কায়িত পাঠক্রম সম্পর্কিত ধারণা (Concept of Hidden Curriculum) :

সাধারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী এমন অনেক কিছুই শেখে যা পূর্বপরিকল্পিত শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত নয় অথচ সার্বিক শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার অঙ্গীভূত হবার জন্য এই বিষয়গুলিকে অব্যক্ত বা লুক্কায়িত পাঠক্রম বলা হয়।

শ্রেণিকক্ষে অর্জিত শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও শিশুর দল প্রতিনিয়ত জীবন থেকে নানা অভিজ্ঞতা লাভ করে। সামাজিক প্রতিক্রিয়া, পরিবেশের সাথে

অভিযোজন, অভিজ্ঞতার যুক্তিপূর্ণ বিচার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রত্যেক শিশু তার নিজের মতো করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তাছাড়া, সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের অবস্থান অনুযায়ী কিছু নৈতিক নীতি গঠন করে ও সেই অনুযায়ী সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয়। তবে এসবের মধ্যে অনেক সংলক্ষণই শিশু সচেতনভাবে শ্রেণিকক্ষ থেকে শেখে না। পঠনপাঠন ছাড়াও শ্রেণিকক্ষের নানা অভিজ্ঞতা লুক্কায়িত বা অব্যক্ত পাঠক্রমকে সমৃদ্ধ করে। প্রসঙ্গত বলা যায়, অব্যক্ত পাঠক্রম সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানো যেতে পারে যদি শিশুদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সৌজন্যবোধ, কর্মনিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ, নিয়মানুবর্তিতা, মূল্যবোধ—শিক্ষার এই অপরিহার্য উপাদানগুলি প্রত্যক্ষভাবে পাঠক্রমের অংশ না হলেও পাঠক্রমেরই অব্যক্ত অংশ যা অবলম্বন করে শিক্ষার্থী জীবন জয়ের সংগ্রামে এগিয়ে চলতে পারে।

পাঠক্রমের সংজ্ঞা (Definition of Curriculum) :

জন কার পাঠক্রমের একটি সর্বব্যাপক সংজ্ঞা প্রদান করেন। তাঁর মতে, পাঠক্রম হল বিদ্যালয় দ্বারা পরিকল্পিত এবং নির্দেশিত সকল ধরনের শিখন। এই শিখন দলবদ্ধভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে, বিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাইরে পরিচালিত হতে পারে। **কার** মনে করেন, অবিধিবদ্ধ ও অপ্রত্যাশিত (incidental unintended) অভিজ্ঞতারাশি যা বিদ্যার্থীর দল পাঠপরিক্রমায় শেখে, তা পাঠক্রম প্রণয়ন কালে বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে। তবে এই সংজ্ঞাটিকে কোনো একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

প্রসঙ্গত, **Ruggs**-এর সংজ্ঞাটিকে আরও যথার্থ বলে মনে হতে পারে। তাঁর মতে, কারিকুলাম হল, 'The entire programme of the school work. It is everything that the students and their teachers do. Thus it is two-fold in nature, being made up of the activities, the things done and the materials with which they are done.'

এর অর্থ হল পাঠক্রম বিদ্যালয় কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক কর্মসূচি যা শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সকল কার্যক্রমের সমবায়। এর স্বরূপ দু-রকম—(১) কার্যক্রম দ্বারা প্রণীত ও সম্পাদিত কর্মপ্রবাহ, আর (২) বস্তুসমূহ দ্বারা সংগঠিত পাঠ্যবিষয়।

আসলে বর্তমান কালে পাঠক্রম শুধু এক শ্রেণির অভিজ্ঞতা নয়, এটি, জ্ঞান, কর্ম ও সংগঠিত অভিজ্ঞতার মিশ্রণ। কারণ সর্বাধুনিক শিক্ষা জীবনব্যাপী এক প্রক্রিয়া—যার দ্বারা জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতা শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়।

পাঠক্রম কোনো স্থির বিষয় নয়, এটি একটি গতিশীল বিষয় (Curriculum is not a static issue, it is dynamic) ঃ

কারিকুলাম চর্চার উপযোগিতা থেকে স্পষ্ট হয় যে, পাঠক্রম কোনো অপরিবর্তনীয় স্থির বস্তু নয়। বর্তমান কালের পরিবর্তিত পরিস্থিতি, সামাজিক পরিবর্তন, কারিগরি ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব বিকাশ এবং জীবনের নিত্য নতুন চাহিদা শিক্ষার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। স্বভাবতই পাঠক্রম সম্বন্ধে গতানুগতিক ধারণা বর্তমান সময়ের সঙ্গে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আর তারই ফলশ্রুতি পাঠক্রম নিয়ে নিত্যনতুন চিন্তা ভাবনা, গবেষণা এবং পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন। পাঠক্রমের সতত পরিবর্তনশীল দিকটিকে তুলে ধরার জন্য **Hilda Taba** বলেন, যুগে যুগে ভাবনাচিন্তার অবয়বহীন ফলশ্রুতি হল পাঠক্রম।

পাঠক্রমের ধ্রুপদি ধারণা— প্রাচ্যের পাঠক্রম সংক্রান্ত ধারণা

বৈদিক যুগের শুরুতে পৌরোহিত্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের জন্য প্রথমে শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। যজ্ঞের বিধিপদ্ধতি বেদমন্ত্র পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ক্রমশ বেদ, বেদাঙ্গ, ষড়্দর্শন ও বিভিন্ন সূত্র সাহিত্য অনুশীলন পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বৈদিক যুগের শেষে পাঠ্যসূচি আরও বিস্তৃত হয়েছে। নারদ তাঁর গুরু সনৎকুমারের নিকট পাঠক্রমের এক দীর্ঘ তালিকা পেশ করেন। চতুর্বেদ ছাড়াও ইতিহাস, পুরাণ, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্যাকরণ, রাশি, জ্যোতিষ, নীতিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দৈববিদ্যা, ভূতবিদ্যা (পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা), ক্ষাত্রবিদ্যা, নৃত্যগীত, শিল্পকলা ইত্যাদি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

বিদ্যা—পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা ঃ

কালক্রমে বৈদিক শিক্ষাব্যবস্থায় শাস্ত্র শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে। তবে ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা সম্পর্কে আর্য ঋষিরা উদাসীন ছিলেন না। তাই বিদ্যার দুটি ভাগ দেখা যায়—পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা বা লৌকিক বিদ্যা। লৌকিক বিদ্যা হল জগতে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন কলা, বিজ্ঞান শিল্পবিদ্যার অনুশীলন। আর অমৃতত্ব বা পরম শান্তিলাভের জন্য প্রয়োজন ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন।

পরাবিদ্যার লক্ষ্য আত্মার মুক্তি। 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'—ভারতীয় শিক্ষার মূল কথা।

বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম ঃ

ভারতে বৌদ্ধ শিক্ষার লক্ষ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও তত্ত্ব সম্পর্কে বিদ্যার্থীকে শিক্ষা দেওয়া। ভারতীয় বৌদ্ধ শ্রমণের পাঠ্যসূচি খুব দীর্ঘ ছিল না। ত্রিপিটক, বিনয় ও ধর্মপদ থেকে পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত অংশ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আচার্য সময়োপযোগী পাঠ দিতেন। সংস্কৃত, জ্যোতিষ, জাদু, দৈব, লোকায়ত দর্শন প্রভৃতি বিদ্যা নিষিদ্ধ ছিল। তবে দর্শন ও সাহিত্য আলোচনা বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সর্বোপরি, চিকিৎসাশাস্ত্রের মর্যাদা বৌদ্ধশিক্ষার আদিযুগ থেকে স্বীকৃত। বিখ্যাত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণেতা **চরক** কণিষ্কের চিকিৎসক ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের চিকিৎসক **জীবক** যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী ছিলেন।

পাশ্চাত্য পাঠক্রম সংক্রান্ত ধারণা ঃ

গ্রিক দার্শনিক **প্লেটোর** পাঠক্রম সম্পর্কিত চিন্তায় দুটি ধারা লক্ষ করা যায়। যথা—(১) প্রাথমিক স্তর এবং (২) মাধ্যমিক স্তর। প্লেটো প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রমে ঈশ্বর সম্পর্কীয় গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সত্যের আদর্শকে জাগিয়ে তোলার কথা বলেছেন। তাছাড়া, এই স্তরে শিশুর কল্পনাশক্তি ও মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্য প্লেটো শিল্পচর্চা, হাতের কাজ ও সংগীত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মাধ্যমিক স্তরে তিনি শরীরচর্চাকে বাধ্যতামূলক করার কথা বলেন। এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনে যে-কোনো রকম কাজের জন্য প্রস্তুত করা। উল্লেখযোগ্য যে, উচ্চস্তরের শিক্ষায় শিক্ষার্থীর যুক্তি সামর্থ্যের উপযুক্ত

বিকাশ ঘটানোর জন্য প্লেটো পাঠ্যক্রমে গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়গুলি নির্বাচন করেছেন।

অপরদিকে গ্রিক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** প্রাথমিক পর্যায়ে লেখা, গান, আঁকার মাধ্যমে লেখাপড়া শুরু করার কথা বলেন। পাঠক্রম প্রয়োগকালে শিশুমনের রুচি, প্রবণতা ও সামর্থ্যের বৈষম্যের দিকটির উপর তিনি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। অ্যারিস্টটলের মতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকধারায় উজ্জ্বল সমাজ গঠন করার ব্যাপারে শিক্ষার ভূমিকা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক তা পাঠক্রমে প্রতিফলিত হওয়া দরকার।

প্লেটো এবং **অ্যারিস্টটল**—এই দুই গ্রিক দার্শনিকই শিক্ষাকে প্রয়োজনমূলক বৃত্তিশিক্ষা নির্ভর করার বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁদের মতে, পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য এমন হওয়া প্রয়োজন যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর নৈতিকতাবোধ ও চারিত্রিক সততার উন্মেষ ঘটবে।

মধ্যযুগের পাঠক্রমের ধারণা ঃ

ইউরোপীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে মধ্যযুগ ছিল তমসাচ্ছন্ন যুগ। সমাজব্যবস্থার মতো সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল যাজক ও জমিদারদের স্বার্থানুসারে নিয়ন্ত্রিত।

সে যুগের ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ, আত্মশাসন, অনুতাপ, প্রার্থনা প্রভৃতি পাঠক্রম হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

পাঠক্রমের আধুনিক ধারণা ঃ

এরপর থেকে মধ্যযুগের কিছু সময় পর্যন্ত শিক্ষা ছিল মূলত জ্ঞানভিত্তিক। সেই অনুযায়ী পাঠক্রম ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিধিতে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে শিক্ষা সম্বন্ধে গতানুগতিক ধারণা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। এই পরিবর্তনীয়তার সঙ্গে উপযুক্ত সংগতিবিধানের জন্য পাঠক্রমকে গতিশীল করার উপর জোর দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রম-গবেষণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এরই সূত্র ধরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে **রাস্ক, ফ্রয়েবেল** প্রমুখ শিক্ষাবিদরা পাঠক্রম রচনার ক্ষেত্রে শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও বিবিধ সমস্যাগুলিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেন। **ফ্রয়েবেল** মনে করেন, পাঠক্রম খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের সমষ্টি নয়। মানবজাতির সার্বিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়

পাঠক্রম বৃত্তটিকে সম্পূর্ণ করে—এটিই ফ্রয়েবেলের অভিমত। অবশ্য পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীতে হার্বার্টের মতবাদ এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। কীভাবে পাঠক্রমে উন্নয়ন ঘটানো যায়—এই বিষয়টি তখন থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। সেই অনুযায়ী দেশে ও বিদেশে পাঠক্রমের উন্নতি ও পর্যালোচনার জন্য নানা শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়।

মুদালিয়র কমিশনের প্রতিবেদনে পাঠক্রমের ধারণা ঃ

আমাদের দেশে পাঠক্রম সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা পাওয়া যায় মুদালিয়র কমিশনের রিপোর্টে (১৯৫২)। রিপোর্টে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে, শ্রেণিকক্ষের বাইরে, গ্রন্থাগারে, পরীক্ষাগারে, কর্মশালায়, খেলার মাঠে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনিয়ন্ত্রিত যোগাযোগের মাধ্যমে যে সকল বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তারই সমবায় হল পাঠক্রম।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিখ্যাত পাঠক্রম বিশেষজ্ঞগণ পাঠক্রমের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। **R.W. Tylar** (১৯৪৯) মনে করেন, পাঠক্রম হল শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতার সংগঠন ও বিন্যাস এবং সর্বোপরি মূল্যায়নের গতিশীল প্রক্রিয়া। **টাইলারের** অনুসরণে **D.K.Wheeler** বলেন, পাঠক্রম হল এক বৃত্তাকার গতিশীল প্রক্রিয়া—আর সেই বৃত্তের পরিধিতে থাকে শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা, বিষয়বস্তু নির্বাচন ও তার সংগঠন এবং মূল্যায়ন। **Lewy** (১৯৭৭) মনে করেন, পাঠক্রম হল বিদ্যার্থীর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণ সামগ্রী, শিক্ষাদানের ক্রিয়া-কৌশল ও কার্যক্রমকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার একটি চলমান প্রক্রিয়া।

১৯৮০ সালে **ট্যানার এবং ট্যানার** পাঠক্রমের বিভিন্ন সংজ্ঞা পর্যালোচনা করেন। তিনি লক্ষ করেন, পাঠক্রমের সংজ্ঞা যুগে যুগে বিবর্তিত হয়েছে। এই বিবর্তন ধারায় পাঠক্রমের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেগুলি হল ঃ

- ❖ পাঠক্রম বংশানুক্রমিক সুসংবদ্ধ জ্ঞান।
- ❖ পাঠক্রম শৃঙ্খলা বা চিন্তার পন্থা।
- ❖ পাঠক্রম স্কুল নিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা।
- ❖ পাঠক্রম পরিকল্পিত শিখন।
- ❖ পাঠক্রম জ্ঞানমূলক ও অনুভূতিমূলক বিষয়বস্তু ও প্রক্রিয়া।

❖ পাঠক্রম শিক্ষামূলক পরিকল্পনা।

❖ পাঠক্রম শিখন পরিণাম।

❖ পাঠক্রম প্রযুক্তিগত উৎপাদন পন্থা।

উপরিউক্ত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে **ট্যানার এবং ট্যানার** পাঠক্রমের একটি কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদান করেন ঃ

'Curriculum is that reconstruction of knowledge and experience, systematically developed, under the auspices of the school (or University) to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience.'

ভারতের ১৯৮৬ সালের জাতীয় শিক্ষা কমিশনে পাঠক্রমকে মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে পাঠক্রমের দুটি উদ্দেশ্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যথা—

১। বিদ্যার্থীর পূর্ণবিকাশ, উন্নয়ন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা।

২। বিদ্যার্থীর সামাজিক ও বাস্তব প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়ে উপযুক্ত পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার সন্নিবেশ ঘটানো।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য দুটি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একটি অন্যটির পরিপূরক।

এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের (ডেলর কমিশন) প্রতিবেদনের (১৯৯৬) শিক্ষামূলক দিকটি প্রণিধানযোগ্য। কমিশনের শিক্ষামূলক নামটি— শিখন ঃ অন্তরের নিহিত ঐশ্বর্য (Learning : Treasure within) অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। এই নামটি থেকে একথা পরিষ্কার যে, শেখার অর্থ হল নিজে শেখা বা আত্মশিখন। আর শেখার অনন্ত সম্ভাবনা ব্যক্তির অন্তরেই নিহিত। শিক্ষার কাজ উপযুক্ত পাঠক্রমের দ্বারা সে সকল সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো। কমিশন বিদ্যার্থীর পূর্ণ প্রকাশের চারটি স্তম্ভের কথা বলেন।

এক। জানতে শেখা (Learning to know) ঃ

কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে চাই মানসিক একাগ্রতা, স্মৃতিশক্তির বিকাশ ও স্বাধীন চিন্তার অভ্যাস গঠন। এজন্য উপযুক্ত বিষয়বস্তু পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে মানুষ বাঁচে তার মননের জগতে।

দুই। জানাকে কাজে লাগানো (Learning to do) ঃ

এর অর্থ হল দক্ষতার সঙ্গে কর্মসম্পাদন। এই সম্পাদন বৃত্তিমূলক পাঠক্রমের সঙ্গে যুক্ত। ব্যক্তিগত দক্ষতার (Personal competence) সঙ্গে সামাজিক আচরণ, তৎপরতা, ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। কমিশন এগুলি বিকাশের জন্য নানান ধরনের খেলাধুলা, কাজকর্ম, পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর জোর দেন।

তিন। সহাবস্থানের শিক্ষা (Learning to live together) ঃ

সহাবস্থানের শিক্ষার কাজ হল ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, নানান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিদ্যার্থীকে সচেতন করে তোলা। আন্তর্জাতিক কমিশনে বলা হয়েছে আলাপ আলোচনা ও কথাবার্তার (Discussion Dialogue) মাধ্যমে সহাবস্থানের মনোভঙ্গি গড়ে উঠবে।

চার। সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠা (Learning to be) ঃ

'To be'-র অর্থ অর্থ হল মানুষের মতো একজন মানুষ হয়ে ওঠা। স্বভাবতই, শিক্ষা পাঠক্রমে সকল সুযোগসুবিধা ব্যবস্থা থাকবে। নান্দনিক, কলাশিল্প, বিজ্ঞান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়ে নানান উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিদ্যার্থী উন্নত হয়ে উঠবে।

বর্তমান শতাব্দী বিশ্বায়নের যুগ। জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য নতুন তত্ত্ব ও তথ্য। তাই পাঠক্রমের অর্থ, ধারণা, লক্ষ্যের পরিবর্তন ও উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। শুধু ব্যক্তি নয়, শুধু সমাজ নয়, সকলকে নিয়েই জ্ঞান, কর্ম ও অভিজ্ঞতা সমন্বিত হবে 'এটাই বিশ্বায়িত পাঠক্রমের মূল কথা।'

উপসংহার ঃ

সবশেষে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, পাঠক্রম হল এমন একটি ব্যাপক ধারণা যেখানে সকল বিষয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কর্ম ও অভিজ্ঞতার ঐতিহ্য অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন বিষয় বিদ্যার্থীর চিন্তার উৎকর্ষ ঘটাবে। বাড়াবে চিন্তা শক্তির ক্ষমতা।

সুঅভ্যাস গঠন, পঠনপাঠনে ব্যুৎপত্তি লাভ, সুস্থ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করবে পাঠক্রম। তাছাড়া, বিভিন্ন দিকে আগ্রহ সঞ্চারে ভাষা সাহিত্য-সংগীত ও অন্যান্য কারুশিল্প পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বস্তুতপক্ষে, ধারাবাহিক সমাজ অভিযোজন, প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ও যথার্থ জীবন দর্শনের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম। পাঠক্রমই যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য। সর্বাধুনিক শিক্ষা জীবনভিত্তিক। তাই বর্তমান শিক্ষার পাঠক্রম অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক ও কর্মকেন্দ্রিক হয়েছে। পাঠক্রম রচনার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যা স্পষ্ট হয় তা হল, চলমান জীবনধারার সঙ্গে পাঠক্রমকে সংগতিপূর্ণ করতে হলে পাঠক্রমকে পুথিসর্বস্বতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে জীবনমুখী ও অভিজ্ঞতানির্ভর হতে হবে।

জীবন প্রতিটি মুহূর্তে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা বহন করে আনছে, আর সেই অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যই শিক্ষার বিশেষ সামগ্রী হয়ে উঠেছে। বাঁচা ও শেখা একই সঙ্গে চলছে। শিক্ষার সঙ্গে জীবনের একটা নিবিড় যোগ আছে। জীবন থেকেই প্রতিনিয়ত আমরা রস আহরণ করি। তাই জীবন থেকে শিক্ষার পাঠক্রমকে আলাদা করে দেখা চলে না। মাটি থেকে যেমন লতার জন্ম, জীবন থেকেই। তেমনি পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর উদ্ভব।

অনুশীলনী

1. What is traditional concept of curriculum?
2. Give two characteristics of traditional curriculum.
3. Define modern concept of curriculum.
4. What is the meaning of syllabus?
5. Distinguish between the traditional and modern concept of curriculum.
6. Distinguish between syllabus and curriculum.
7. What is hidden curriculum?
8. Explain the characteristic features of modern curriculum.
9. Discuss the evolution of the concept of curriculum in Education.